1. ঋত কী?

উঃ ঋকবেদের ঋষিরা স্থূল, জল, অন্তরীক্ষ, মানব লোক, দেবলোক, নক্ষত্রলোক সর্বত্রই ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অমোঘ নিয়মের কল্পনা করেছেন, এবং এর নাম দিয়েছেন ঋত বা সত্য। ঋত হল শাশ্বত ও অনিবার্য, এর হাত থেকে দেবতাদেরও রেহাই নেই। শুধু প্রকাশ্যে আচরনেই নয়, গোপনে কায়মনোবাক্যে যে আচরন করা হয় তারও নিয়ামক এই ঋত।

বেদে 'ঋত' শব্দের তাৎপর্যকে প্রধানত চারটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই চতুর্বিধ তাৎপর্য হল আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধিমাধ্যিক এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।

আধিভৌতিক তাৎপর্য:- আধিভৌতিক দিক থেকে ঋত হল একটি সার্বিক বিশ্বতাত্ত্বিক নিয়ম, এই নিয়ম একাধারে দেবতা, মানুষ প্রভৃতি জীব ও জগতের সার্বিক নিয়ম। ঋত নিজে প্রথমে আবির্ভূত হয়ে অন্যান্য সকল আবির্ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঋত অনুসারে অগ্নি দহন করে, কিংবা জল তৃষ্ণা নিবারন করে। জগতে একটি সুশৃঙ্খল নীতি আছে বলেই আমরা লক্ষ্য করি যে দিনের পর আসে রাত্রি এবং রাত্রির পর আসে দিন। আকস্মিকতাবাদ এই ঘটনা প্রবাহকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিশ্বে যা কিছু ঘটে তা নির্দিষ্ট নিয়মে ঘটে, এই কারনে বৈদিক ঋষিগন একটি সার্বিক ও অলঙ্ঘনীয় নিয়মে বিশ্বাস করতেন, যার নাম ঋত।

আধিদৈবিক তাৎপর্য:- আধিদৈবিক দিক থেকে দেখা যায় যে, দেবতাগনের সর্বপ্রকার শক্তির উৎস হল ঋত। কোন কোন দেবতাকে ঋতজাত, আবার কোন কোন দেবতাকে ঋতবৃধ বলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

ঋত কোন দেবতার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়নি, এদিক থেকে ঋত নৈর্ব্যক্তিক। ঋতের শৃঙ্খলা ও সুসামঞ্জস্য সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিমূর্তি।

আধিমানসিক তাৎপর্য :- আধিমানসিক দিক থেকে ঋত মনের ধারক ও নিয়ামক। মনের এই সকল অঙ্গের যাতে সুশৃঙ্খলে হয় তার জন্য একটি নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন, এই নিয়ম হল ঋত,

আধ্যাত্মিক তাৎপর্য :- ঋত হল নৈতিক কর্মের মানদণ্ড। ঋত অনুযায়ী কাজ ন্যায়। অপরদিকে ঋত বিরোধী কাজ অন্যায়। নৈতিক দিক থেকে বরুনদেব ঋতের রক্ষক। বরুনদেব এই ধর্মীয় ও নৈতিক নিয়মের ধারক।

ঋতের উপরিউক্ত চতুর্বিধ তাৎপর্য থেকে ঋতের ধারনা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়।